বৈষম্য নির্ণয়ে ‘টেস্টিং’ পদ্ধতি

মানবাধিকার সংক্রান্ত অপব্যবহার চিহ্নিতকরণ ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ

গ্রন্থনা : বিয়া বদ্‌রোগী

সম্পাদনা : লিয়াম মাহোনি

দি সেন্টার ফর ভিকটিম অব টরচার কেন্দ্রের নয়া কৌশল প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত একটি কৌশল পত্র সহায়িকা ।

NEW Tactics
in Human Rights

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় মুখবন্ধ ০৪

উপস্থাপনা ০৫

যুক্তরাষ্ট্রের বৈষম্য বিরোধী অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কৌশল প্রণয়ন ০৫

হাঙ্গেরীর রোমাদের অবস্থা ০৫

টেস্টিং কৌশল ০৬

উদাহরণ: লাজোস বালোগ কেস ১০

ফলাফল ১২

মামলা মোকদ্দমায় এ কৌশলের প্রয়োগ ১২

অন্যান্য ক্ষেত্রে টেস্টিং কৌশলের ব্যবহার ১৩

উপসংহার ১৪

দি সেন্টার ফর ভিক্টিমস্ অফ টর্চার
নিউ ট্যাকটিক্স ইন হিউম্যান রাইটস্ প্রজেক্ট
৭১৭, ইস্ট রিভার রোড
মিনাপোলিস, এম এন ৫৫৪৫৫
newtactics@cvt. org
www.newtactics. org

এপ্রিল ২০০৩

সুপ্রিয়,

‘নিউ ট্যাকটিক্স ইন হিউম্যান রাইটস’ নোটবুক সিরিজে স্বাগতম! এ সিরিজের প্রতিটি নোটবুকে একজন মানবাধিকার কর্মী এমন একটি কৌশলগত উদ্ভাবনের বিষয় তুলে ধরেছেন যা মানবাধিকারের অগ্রযাত্রায় সফল বলে প্রমাণিত। এদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান, স্বাস্থ্য কর্মী, আইন বিশারদ এবং নারী অধিকার সমর্থকদের মত মানবাধিকার আন্দোলনে সম্পৃক্ত ব্যক্তিত্ব। তারা যেসব কৌশলের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন তা কেবল তাদের নিজ দেশের মানবাধিকার ইস্যুতেই অবদান রাখেনি বরং তা অন্যান্য দেশের ভিন্ন প্রেক্ষাপটেও অবদান রাখার যোগ্যতা রাখে।

প্রত্যেক নোটবুকে রয়েছে সফলতা অর্জনের পথে সংশ্লিষ্ট লেখক এবং তার সংস্থার নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগের বিস্তারিত বিবরণ। আমরা মানবাধিকার কর্মীদেরকে তাদের গৃহীত কর্মকৌশল সম্বন্ধে উৎসাহিত করতে চাই, যা তারা বৃহত্তর স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়নে এবং কৌশলমালার কলেবর বৃদ্ধিতে প্রয়োগ করেছে।

এ নোটবুকে গ্রন্থকার এসব ফলপ্রসু কৌশলমালা বিভিন্ন দেশের পরিমন্ডলে কিভাবে কাজ করে তা বর্ণনা করেছেন। দি লিগ্যাল ডিফেন্স ব্যুরো ফর ন্যাশনাল এ্যান্ড এথনিক মাইনরিটিস (NEKI) হাঙ্গেরীতে তথাকথিত ‘টেস্টিং’ কৌশল প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়, যা এর আগে গৃহায়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য নির্ণয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এ কৌশলের আওতায় বিভিন্ন জাতির লোকদেরকে বাড়ির জন্য যথাযথ কতৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে বলা হয়। উল্লেখ্য, গৃহায়ন, চাকরি, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে প্রবেশাধিকার, সরকারি পরিসেবা এবং এরকম আরও বহু ক্ষেত্রে হাঙ্গেরীর সংখ্যালঘু রোমা জাতি একই ধরণের বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। NEKI মামলার মাধ্যমে এসব বৈষম্য প্রতিরোধে টেস্টিং পদ্ধতির আশ্রয় নেয়, যা হাঙ্গেরীতে খুবই সার্থক এক কৌশল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ট্যাকটিকাল নোটবুক সিরিজ www.newtactics.org. অনলাইনে পাওয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে আরও নোটবুক সংযোজন করা হবে। ওয়েব সাইটে কৌশল সংক্রান্ত নানা তথ্য-উপাত্ত, মানবাধিকার কর্মীদের আলোচনা বৈঠক, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়ামের সংবাদও পাওয়া যেতে পারে।

‘দি নিউ ট্যাক্টিক্স ইন হিউম্যান রাইটস প্রজেক্ট’ বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্য সংস্থার নেয়া এক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। প্রকল্পের সমন্বয়ে রয়েছে দি সেন্টার ফর ভিক্টিমস্ অব টর্চার বা সিভিটি। নতুন কর্মকৌশলের প্রবক্তা এ প্রকল্প এমন এক কেন্দ্র যা শুধু মানবাধিকার সুরক্ষায় ও নিগৃহীতের চিকিৎসায় এগিয়ে আসেনি বরং তা নাগরিক নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারেও কাজ করেছে।

আমরা আশা করি এ নোটবুক একটি তথ্যবহুল ও ভাবনা কেন্দ্রীক উপস্থাপনা হিসাবে প্রমাণিত হবে।

বিনীত,

Kate Kelsch

কাতে কেলশ্
নিউ ট্যাকটিক্স প্রকল্প ব্যবস্থাপক

বিয়া বদ্‌রোগী

আইনজীবী বিয়া বদ্‌রোগী ৬ বছর যাবত মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করছেন। তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে মানবাধিকারে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা, বৈষম্যের ক্ষেত্রে আইনি নিয়ন্ত্রণ এবং সমস্যার বিকল্প সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে এল এল এম ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি লিগ্যাল ডিফেন্স ব্যুরো ফর ন্যাশনাল এ্যান্ড এথনিক মাইনরিটিস্ (NEKI) - এ আইনজীবী হিসাবে কর্মরত। বিয়া এখানে জাতিগত বৈষম্যের নানা দিক বিশ্লেষণ সহ মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরীর কাজে নিয়োজিত আছেন। তাছাড়া তিনি ইউরোপীয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইট্স এ দাখিলকৃত বিভিন্ন কেস নিয়েও কাজ করেছেন। তিনি বৈষম্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে শিক্ষাদান সহ এর উপর বিভিন্ন লেখাও প্রকাশ করেছেন। NEKI (নেকি) তে কাজ করার পাশাপাশি তিনি ডেব্রিসেনের ফ্যাকাল্টি অব ল'তে নিয়মিতভাবে 'সমস্যার বিকল্প সমাধান' এ বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও তিনি হেলসিংকি কমিটি এবং হাঙ্গেরীর হ্যাটার সাপোর্ট সোসাইটি ফর গেজ্ এ্যান্ড লেসবিয়ান্স এর সাথেও কাজ করছেন।

লিগ্যাল ডিফেন্স ব্যুরো ফর ন্যাশনাল এ্যান্ড এথনিক মাইনরিটিস্ (NEKI)

NEKI (নেকি) র লক্ষ্য হল হাঙ্গেরীর সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এ সংস্থা জাতিগোষ্ঠীর ভিত্তিতে বৈষম্যের শিকার লোকদেরকে আইনি সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি আইনের শাসন বাস্তবায়নে কাজ করে থাকে। সংস্থার "শ্বেত পুস্তিকা" শীর্ষক বার্ষিক রিপোর্টে এ রকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে।

যোগাযোগ

লিগ্যাল ডিফেন্স ব্যুরো ফর ন্যাশনাল এ্যান্ড এথনিক মাইনরিটিস্ (NEKI)
MASSAG ফাউন্ডেশান
এইচ -১৫৩৭,
বুদাপেস্ট ১১৪, পোঃ বক্স ৪৫৩/২৬৯, হাঙ্গেরী।

সম্পাদকীয় মুখবন্ধ

কৌশলগত এ নোটবুকে হাঙ্গেরীতে সফলভাবে প্রয়োগকৃত "টেস্টিং" কৌশলের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ এমন এক কৌশল যা যুক্তরাষ্ট্রে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। কোন এ্যাডভোকেসী সংস্থা বৈষম্যমূলক ঘটনার কথা জানতে পারলে এ কৌশলের অংশ হিসাবে তাৎক্ষণিক ভাবে ঘটনা অনুসন্ধানে 'টেস্টারদেরকে' পাঠিয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে তার জাতিগত পরিচয়ের কারণে চাকরি না দেয়া হলে, টেস্টারদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে সেই পদের জন্য আবেদন করতে বলা হয়। অতপর সেখানে তারা যে আচরণ পায় তা সুবিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে, যা বৈষম্যমূলক আচরণের ক্ষেত্রে বৈধ সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে কাজ করে।

যুক্তরাষ্ট্রে যে সব সংস্থা ন্যায্য গৃহায়নের স্বার্থে কাজ করছে তারা বাড়ী বিক্রি, গৃহ অনুদান, বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রতিরোধে এ কৌশল ব্যবহার করে থাকে। বুদাপেস্টে অবস্থিত 'দি লিগ্যাল ডিফেন্স ব্যুরো ফর ন্যাশনাল এ্যান্ড এথনিক্ মাইনরিটিস' রোমা জাতির অধিকার রক্ষায় এ কৌশল গ্রহণ করে থাকে। এসব রোমাকে চাকরি থেকে আরম্ভ করে রেস্টুরেন্ট, ক্লাব এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত অন্যান্য স্থানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সংখ্যালঘুদের প্রতি বাসস্থান, চাকরি ইত্যাদি বিষয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হলেও আইনজীবীগণ এ সব ঘটনা খুব সহজে আদালতে উপস্থাপন করতে পারেন না। কোন কোন ঘটনাকে ব্যক্তিগত ভুল বলে চালিয়ে দেওয়া হয় বা এ ঘটনার জন্য অন্যান্য নানা কারণকে দায়ী করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। ফলে আইনজীবীগণ কেবলমাত্র এটাই প্রমাণ করেন না যে বৈষম্যমূলক আচরণের ফলেই এমনটি ঘটেছে, পাশাপাশি তাদেরকে এটাও প্রমাণ করতে হয় যে পদ্ধতিগতভাবেই এমন আচরণ করা হয়েছে । সে দিক থেকে টেস্টিং এমনই এক কৌশল যা বৈষম্য বিরোধী ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় সাহায্য করে।

এ নোটবুক শুধুমাত্র এ কৌশলের উপযোগিতাই তুলে ধরে না বরং বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে তা বিশ্বের যে কোন স্থানে মানবাধিকার সুরক্ষায় প্রয়োগ করা যেতে পারে তারও দিক নির্দেশনা দেয়।

লিয়াম মাহোনি, নোটবুক সিরিজ সম্পাদক।

উপস্থাপনা

লিগ্যাল ডিফেন্স ব্যুরো ফর ন্যাশনাল এ্যান্ড এথনিক মাইনরিটিস্ (NEKI) হাঙ্গেরীর বৃহত্তম সংখ্যালঘূ 'রোমা' জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বহুদিনের জিইয়ে রাখা সংস্কার থেকে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। NEKI (নেকি) বৈষম্যের বিভিন্ন দিক লিপিবদ্ধ করা সহ রোমাদের জন্য আইনি সুরক্ষার অভাব গুলোকে চিহ্নিত করে। এ সংস্থা পুলিশী নির্যাতন এবং বর্বর আক্রমন সহ চাকরি, গৃহায়ন এবং সর্বসাধারনের জন্য উন্মুক্ত স্থানে প্রবেশাধিকার থেকে রোমাদেরকে বঞ্চিতকরণের মত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে। তবে বৈষম্যমূলক আচরণগুলো গোপনে করা হয় বিধায় প্রত্যক্ষ স্বাক্ষপ্রমাণ হাযির করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োগকৃত এ কৌশলের মাধ্যমে NEKI আদালতের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করে থাকে। সম্প্রতি একজন রোমা বৈষম্যের শিকার হয়েছে, এ খবর পাওয়ার পর, NEKI রোমা এবং নন্ রোমা ভিত্তিক একটি টেস্টিং টিম পাঠিয়ে সম্ভাব্য মামলার জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করে, যা NEKI র নিজস্ব আইনগত কৌশলের সাথেও প্রত্যক্ষভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ।

সহজ এক প্রক্রিয়া: NEKI অভিযোগ পাওয়ার পর টেস্টারদেরকে অভিযোগ তদন্তে পাঠিয়ে থাকে। যদি অভিযোগ চাকরি সংক্রান্ত বৈষম্যের ব্যাপারে হয়ে থাকে তবে একজন রোমার সাথে অন্য একজনকে পাঠানো হয়। এদের একই বৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতা থাকলেও জাতিগত পরিচয়ে তারা ভিন্ন। তাদেরকে একই দিনে অল্প সময়ের ব্যাবধানে চাকরির জন্য আবেদন করতে বলা হয়। ঘটনাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে প্রত্যেক টেস্টারকে তার সহকর্মীর নেয়া পদক্ষেপের কাছাকাছি কোন পদক্ষেপ নিতে বলা হয়। টেস্টিংয়ের অব্যবহিত পরেই তারা প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। প্রশ্নমালায় সাক্ষাতকারের সময় তাদেরকে যে প্রশ্ন করা হয়, তাদের সাথে যে আচরণ করা হয় ইত্যাদি সহ চাকরির বিবরণ, বেতন, সুবিধা এসব কিছুই তুলে ধরা হয়। অত:পর টেস্ট কোঅর্ডিনেটর খতিয়ে দেখেন তাদের সাথে বৈষম্যমূলক কোন আচরণ করা হয়েছে কিনা বা এর ভিত্তিতে কোন আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে কিনা।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈষম্য বিরোধী অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কৌশল প্রণয়ন

১৯৯৭ সালে একজন NEKI কর্মী মানবাধিকার সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি, সি, তে অবস্থিত ফেয়ার হাউজিং কাউন্সিলে এক বছর অতিবাহিত করেন। এ সংস্থা গৃহায়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য নির্ণয়ে টেস্টিং কৌশলকে কাজে লাগিয়ে থাকে। 'কাউন্সিল' আফ্রিকান আমেরিকান ও অন্যান্য সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের কাছে বাড়ী বিক্রি করতে বা ভাড়া দিতে রাজি নয় এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্সী ও বাড়ীর মালিকদের নিয়মকানুন সম্পর্কে টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে। আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল সহকর্মীর আনা তথ্যগুলোকে নিজেদের অবস্থার সংগে খাপ খাওয়ানো।

যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আর হাঙ্গেরীর রোমাদের অবস্থা একেবারেই ভিন্ন। হাঙ্গেরীতে গৃহায়নে বৈষম্য সংক্রান্ত প্রমাণ সংগ্রহ ততটা কাজে আসবে না কারণ রোমা জাতি এদেশে এমনই মানবেতর অবস্থায় জীবন যাপন করে যে তাদের পক্ষে বাড়ী ভাড়া করে থাকাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, বাড়ী বা ফ্লাট কেনা তো দুরের ব্যাপার। তবে আমরা শ্রম এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য হয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করতে টেস্টিং পদ্ধতি প্রয়োগের কথা ভাবি, আইনগত নিষেধ না থাকায় এ কৌশল প্রয়োগে কোন বাধাও ছিল না।

হাঙ্গেরীতে রোমাদের অবস্থা

NEKI প্রতি বছর শতাধিক অভিযোগ পেয়ে থাকে। যার বেশীর ভাগই আসে রোমাদের কাছ থেকে, যারা দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে দেশের সবচাইতে অরক্ষিত সংখ্যালঘু এসব দরিদ্র, দীর্ঘ দিনের বেকার, অশিক্ষিত রোমাদের অবস্থান সমাজের সর্বত্র। সামাজিক সুরক্ষা আজ এদের বড় প্রয়োজন। দেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলে এরা আজও শহরতলী এলাকায় বাস করে, কিছু রোমা আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিসত্তার আবাসন এলাকা থেকে দুরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া রোমা জাতি গত ১০ বছরে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক

পরিবর্তনের ফলে বরং ক্ষতিরই সম্মুখীন হয়েছে। পরিবর্তনের এ সময়কালে তারাই প্রথম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। শিক্ষার অভাবে তারা খুব কমই নতুন কোন চাকরিতে ঢুকতে পেরেছে। গ্রাম-গঞ্জে ১০০ ভাগ রোমাই অশিক্ষিত। কেবলমাত্র বড় বড় শহরে কিছু চাকুরিরত রোমার দেখা মেলে, যা তারা অবৈধ পথে পেয়ে থাকে।

৯০ দশকের গোড়া থেকেই রোমা জনগোষ্ঠী নির্লজ্জ সন্ত্রাসের শিকার হতে থাকে। মাঝে মাঝে প্রায় প্রতি সপ্তাহে তাদের বিরুদ্ধে বর্বর আক্রমনের খবর আসতে থাকে। অত:পর তাদের বিরুদ্ধে চালানো অপপ্রচারে পরিবর্তন হতে থাকলে খোলামেলা আক্রমনের পরিবতে গোপন-বৈষম্যমূলক আচরণ ব্যাপক রূপ ধারণ করে।

একজন নিয়োগকর্তা কখনই বলবেন না যে তিনি একজন রোমাকে নিয়োগ দেবেন না; তবে তিনি কুটকৌশলের আশ্রয় নেবেন এই বলে যে, 'বর্তমানে কোন চাকুরি খালি নেই'। একজন মদ পরিবেশক জাতিসত্তার কারণে কাউকে মদ পরিবেশন করবেন না তা না বলে বরং বলেন যে, 'এখানে আর বসার জায়গা নেই'।

এরকম ছল-চাতুরীর পাশাপাশি বৈষম্য সংক্রান্ত আইন কানুনের অপর্যাপ্ততার কারণে মানবাধিকার বিষয়ে মামলা দায়েরে আইনজীবীগণ সর্বদাই সমস্যার সম্মুখীন হন। অধিকন্তু হাঙ্গেরীতে বৈষম্য সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে তাও খুবই দুর্বল। যেহেতু একজন আবেদনকারীকে প্রমাণ করতে হয় যে সে বৈষম্যের শিকার হয়েছে; তাই বৈষম্য সংক্রান্ত মামলা দায়েরে আমরা যথেষ্ঠ স্বাক্ষপ্রমাণ হাযিরের চেষ্টা করি, কারণ উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণই শক্তিশালী অভিযোগ খাড়া করতে পারে। টেস্টিং কৌশল আমাদেরকে এ ধরণের কেসের জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের সুযোগ এনে দিয়েছে, যা মামলা জয়ের জন্য খুবই জরুরী।

টেস্টিং কৌশল

এ কৌশল বাস্তবায়নে অবশ্য করণীয়:

- টেস্টার বাছাই ও নিয়োগদান
- প্রশিক্ষণ
- টেস্ট কার্যক্রম সম্পাদন
- কোন বৈষম্য হয়ে থাকলে তা নির্ণয় এবং সংস্থার জন্য এ কেস গ্রহণযোগ্য কিনা সে সিদ্ধান্ত নিতে টেস্টিং ফলাফল মূল্যায়ন
- আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন

○ টেস্টার বাছাই ও নিয়োগদান

নিয়োগদান

হাঙ্গেরীতে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রথম আমাদেরকে সম্ভাবনাময় টেস্টার সংগ্রহের কথা ভাবতে হয়। টেস্টারদের একটি তালিকা থেকে টেস্ট কোঅর্ডিনেটর প্রত্যেক কেসের জন্য একজন রোমা এবং একজন নন্ রোমাকে নিয়ে বিভিন্ন জুটি তৈরী করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা একটি নির্দিষ্ট কেসের জন্য দুই জোড়া টেস্টার নিয়োগ করি। প্রত্যেক জুটির জন্য আমাদের একই যোগ্যতা এবং বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দু'জন সদস্যের প্রয়োজন হয়।

আমরা ছাত্র, সাংবাদিক, গবেষকদের মধ্য থেকে এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে উপযুক্ত টেস্টার নিয়োগের চেষ্টা করি। আমরা ছাত্র সমাজকে নতুন ধ্যান ধারণার প্রতি বেশ আগ্রহী দেখতে পাই। পক্ষান্তরে কিছু সাংবাদিক তাদের সংবাদপত্রের জন্য তাৎক্ষণিক খবরের স্বার্থেই কেবল অতি উৎসাহ দেখাতে থাকে। এটা ঠিক যে টেস্টিং কার্যক্রমের ফলাফল প্রকাশ এ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ। তবে তার জন্য দরকার উপযুক্ত সময়। সাংবাদিকদের আগ্রহ এখানে জরুরী নয়। মানবাধিকার সংক্রান্ত বেশীর ভাগ কেসের খবরই আমরা বিচার কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে প্রচার করি না। কারণ তখন আমরা সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহে নিয়োজিত থাকি।

অন্যদিকে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে টেস্টার নিয়োগেও আমাদের কিছু সমস্যা হয়েছে। সাম্প্রতিক এক কেসে - টেস্ট কোঅর্ডিনেটরের ঘনিষ্ট এক বন্ধু টেস্টার হিসাবে একেবারেই ভাল করেননি / কোঅর্ডিনেটর নিজে বুদাপেস্ট আদালতে টেস্টিং কার্যক্রমের জন্য যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করেন, যেখানে রোমাদেরকে ঢুকতে দেয়া হয় না। তবে টেস্টিং শুরুর মাত্র কয়েক মিনিট আগে উল্লিখিত 'বন্ধু' টেস্টার না আসায় হঠাৎ তা বাতিল করা হয় এবং ৭ জন টেস্টারকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। সম্ভবত ঐ টেস্টার ভেবেছিল যে সে সাক্ষি দিলে বিবাদি তা পক্ষপাতিত্তপূর্ণ মনে করতে পারে, ফলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য এ ধরণের ব্যাপার কোন আদালতেই এখন পর্যন্ত ঘটেনি।

এখন পর্যন্ত আমাদের পদ্ধতিগত নিয়োগ প্রক্রিয়ার দরকার হয়নি, কারণ চাহিদানুযায়ী অনানুষ্ঠানিক ভাবেই আমরা যথেষ্ঠ টেস্টার সংগ্রহ করতে সমর্থ হই। NEKI-র কর্মকান্ড এবং টেস্টিং কৌশল সম্বন্ধে আমাদের সাম্প্রতিক উপস্থাপনা এ ধরণের অনানুষ্ঠানিক নিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ সহায়তা করেছে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের মত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে টেস্টার নিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ রোমা ইস্যু হাঙ্গেরীতে এতটাই সংবেদনশীল ব্যাপার যে তা করলে বিরাট ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

বাছাই পদ্ধতি

টেস্টারদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তাদের নিয়োগে যে বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি খেয়াল রাখা হয়।

- ✓ **অপরাধ সম্পর্কিত কোন রেকর্ড না থাকা:** টেস্টারদের অতীত জীবন হতে হবে অত্যন্ত পরিষ্কার। তাদেরকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হতে পারে বিধায় কোন অপরাধ সংক্রান্ত রেকর্ড তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।
- ✓ **বস্তুনিষ্ঠতা:** টেস্টিং ফলাফলের ক্ষেত্রে টেস্টারদের কোন কায়েমি স্বার্থ জড়িত থাকবে না। বাদি এবং বিবাদির সাথেও থাকবে না কোন সম্পর্ক।
- ✓ **নির্ভরযোগ্যতা:** মামলা কয়েক বছর যাবত চলতে পারে বিধায় একজন টেস্টারকে বর্ধিত সময়ের জন্য টেস্টিং কর্মসূচীতে থাকার মন মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে।
- ✓ **যথার্থতা:** তাদেরকে ভাল পর্যবেক্ষক হতে হবে। টেস্টিং করতে গিয়ে তারা যে আচরণের সম্মুখীন হয়, তা যেন তারা ভালভাবে স্মরণ করতে এবং যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারে সে দক্ষতা তাদের থাকতে হবে।

এ সব বিষয় ছাড়াও টেস্টারদেরকে আরও উপলব্ধি করতে হবে যে তারা আদৌ মানসিকভাবে এ কাজের জন্য প্রস্তুত কিনা। কারণ তাদের কর্মকান্ড ভীতিকর বা অপ্রীতিকর মনে হতে পারে।

টেস্টারদের প্রশিক্ষণ

NEKI টেস্টারদের জন্য দুই পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। নিয়োগদানের পর তাদের জন্য দলীয়ভাবে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অতপর অভিযোগের ভিত্তিতে টেস্টিংয়ের দরকার হলে নির্ধারিত টেস্টারদের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রস্তুতিমূলক সেশানের আয়োজন করা হয়।

দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশান ট্রেনিং

টেস্টারদেরকে এ কৌশলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য এক দিনের একটি ওরিয়েন্টেশান দেয়া হয়। এটা খুবই জরুরী কারণ টেস্টারগণ এ থেকে বুঝতে পারে যে তারা এ কাজ করায় কতটুকু সক্ষম। অন্যদিকে কোঅর্ডিনেটরও বুঝতে পারেন প্রার্থীগণ নির্বাচনের মাপকাঠি পূরণে সক্ষম কিনা। ১ম প্রশিক্ষণে ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল গঠন করা হয়, যা আমাদের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করে। ২য় প্রশিক্ষণের পর আমরা দলে ৩০ জনকে একত্রিত করতে পারি। এরপর থেকে আমারা প্রতিবার ৬ থেকে ১০ জন টেস্টারের একটি দল গঠনে সক্ষম হই, যা আমাদের জন্য যথেষ্ঠ ছিল।

এ প্রশিক্ষণে টেস্টারদেরকে NEKI কর্মকান্ড এবং টেস্টিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে এমন কেসগুলোর ব্যাপারে ধারণা দেয়া হয়। ওয়াশিংটনের 'ফেয়ার হাউজিং কাউন্সিল' ব্যবহার করেছে এমন টেস্টিং কৌশল সম্পর্কিত ভিডিও টেপের একটি অনুবাদকৃত সংস্করণও আমরা তাদেরকে দিই।

অতপর টেস্টারগণ ধাপে ধাপে সামগ্রিক টেস্টিং প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে। তারা যত্ন সহকারে ঐ প্রশ্নমালাও আয়ত্ত করে যা তাদেরকে প্রত্যেক টেস্টিং শেষে পূরণ করতে হবে। টেস্টিং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যদি কোন আইনি ব্যবস্থা নিতে হয় সে প্রক্রিয়া সহ নাগরিক অধিকার রক্ষায় এ কৌশল কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তাও তারা জানতে পারে। আমাদের মতে প্রশ্ন-উত্তর সেশানই এ প্রশিক্ষণের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচিত হয়।

টেস্টারদের টেস্টিং কৌশল এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভালভাবে জানা দরকার, কারণ আদালতে তাদের সাথে আমাদের থাকা সম্ভব হবে না । তাছাড়া NEKI টেস্টিং ফলাফলের ভিত্তিতে মামলা রুজু করলে প্রয়োজনে তাদেরকেও আদালতে সাক্ষ্য দিতে হতে পারে। পাশাপাশি মামলার মেয়াদ এবং মামলা চলাকালে আদালতে তাদেরকে যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাও ভালভাবে জানা দরকার। সাম্প্রতিক এক কেসে একজন টেস্টার হাতে সময় নেই বলে একবারের বেশী আদালতে যেতে পারবে না বলে জানায়, এমনকি সে বিবাদির সামনে যেতেও রাজি হয়নি । আসলে আমরা তাকে মামলার নিয়ম কানুন সম্বন্ধে যথেষ্ঠ তথ্য দিতে পারিনি। তারপরও আমরা তাকে আদালতে যাবার জন্য বলি, তবে তা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ এক পদক্ষেপ। এখন আমরা উপযুক্ত টেস্টার তৈরীতে অধিক মনোযোগ দিচ্ছি।

টেস্টারদের জন্য কেস ভিত্তিক প্রশিক্ষণ

কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যেসব টেস্টারকে ঘটনা অনুসন্ধানে পাঠানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাদের জন্য আয়োজন করা হয় ২য় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ। ঐ কেস সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানতে এ প্রশিক্ষণ তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া ১ম ওরিয়েন্টেশানে তাদেরকে যে সব মূল নীতিমালার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় তাও তারা আবার ঝালাই করার সুযোগ পায়।

টেস্ট কোঅর্ডিনেটর টেস্টারদের বিভিন্ন জুটিকে NEKI র তদন্তাধীন কেসগুলো সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং তাদেরকে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেন। কোঅর্ডিনেটরের সহায়তায় তারা প্রশ্নমালা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়। আমরা সব সময়ই টেস্টারদেরকে নির্দিষ্ট অভিযোগের আলোকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলি। উদাহরণস্বরূপ, যে সব কেসে দেখা যায় যে রোমাদেরকে আদালত বা রেস্টুরেন্টে ঢুকতে দেয়া হয়নি সেখানে টেস্টারদেরকে না ঢুকতে দেবার কারণ জানতে বলা হয়। এরকম কয়েকটি কেসে নিরাপত্তা রক্ষীগণ খোলাখুলিভাবে বাদি এবং টেস্টারদেরকে বলে যে রোমাদেরকে সমস্যা সৃষ্টির অজুহাতে ঢুকতে দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য, আসলেই বৈষম্যের ঘটনা ঘটেছিল কিনা তা প্রমাণ করতে টেস্টিং আদালতে বেশী সংখ্যক সাক্ষি-সাবুদ হাযির করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

চুক্তি

চুক্তিপত্রে টেস্টারদের জন্য উল্লেখিত কর্ম তালিকা :

- টেস্টার কেবলমাত্র নির্ধারিত স্থানে কাজ করবে।
- টেস্টিংয়ের ২০ মিনিটের মধ্যে টেস্টার প্রশ্নমালা পূরণ করবে।
- টেস্টার তার স্বাভাবিক আচরণ বজায় রাখবে এবং তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করবে না। প্রশ্নমালা পূরণ কালে তাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে।
- টেস্টিং চলাকালে অথবা তার আগে বা পরে যদি অস্বাভাবিক কিছু ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ সে টেস্ট কোঅর্ডিনেটরকে অবহিত করবে।
- মামলা চলাকালে প্রয়োজনে টেস্টারকে কতৃপক্ষের সামনে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে।
- টেস্টার ৩য় পক্ষের কাছে টেস্টিংয়ের ফলাফল প্রকাশ করবে না এবং টেস্টিংয়ের আগে বা পরে টেস্টার NEKI-র অনুমতি ছাড়া ৩য় পক্ষকে কোন তথ্য দেবে না।
- টেস্টারকে অবশ্যই কোঅর্ডিনেটরের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

❖ একই চুক্তিতে NEKI যে সব বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করে
  - NEKI টেস্টারকে প্রয়োজনে আইনি সহায়তা প্রদান করবে।
  - NEKI টেস্টারের অনুমতি ছাড়া তার সম্পর্কে কোন তথ্য ৩য় পক্ষের কাছে প্রকাশ করবে না।
  - টেস্টিং ফি: টেস্টিংয়ের পর NEKI টেস্টারকে ৫,০০০ HUF প্রদান করবে। তবে আদালতে কাজ থাকলে NEKI প্রতিদিন টেস্টারকে তার কর্ম সময়ের ক্ষতি পূরণ বাবদ ৫,০০০ HUF প্রদান করবে।

টেস্টারদের উৎকণ্ঠা ও অভিজ্ঞতা

টেস্টারের কাজটা সহজ না। টেস্টার বি. বেরকিস্ ২০০২ সালের আগস্ট মাসে বুদাপেস্টের এক সরাইখানায় পরিচালিত টেস্টিং অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

> "যদিও আমি প্রত্যাখ্যাত হবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম তারপরও সরাইখানার প্রবেশদ্বারে যে অপমান সহ্য করতে হয়, তা ছিল কল্পনাতীত। সর্বক্ষণ আমি আর আমার সঙ্গী রোমা এবং নন্ রোমা তাই ভাবছিলাম। আমি বুঝিনি এ 'বাস্তব' অবস্থায় আমার কি করা উচিত।"

টেস্টারদের জন্য মিশ্র অনুভূতির এ অভিজ্ঞতা অস্বাভাবিক কিছু না - বিশেষ করে রোমাদের জন্য। এক অর্থে টেস্টিং কর্মকান্ডে অংশ নেবার অর্থ অবমাননাকর অবস্থার মধ্যে স্বেচছায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলা। রোমা জাতি এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যে কোন সদস্য বার বার এ রকম পরিস্থিতির শিকার হয় এবং এর থেকে বেশী কিছু তারা আশাও করতে পারে না। অপমান অপদস্থের প্রত্যেকটি ঘটনাই ব্যক্তিগতভাবে বিপর্যয়কর হলেও টেস্টারগণ যদি কোন কাজে সফল হয় তবে এই ভেবে সন্তুষ্ট হয় যে এর বিনিময়ে NEKI অন্তত অভিযোগকারীর পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য যথেষ্ঠ সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়েছে।

প্রস্তুতিমূলক সেশানেও টেস্টারগণ একই ধরণের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে: "আমি অপমানিত, হয়রানি বা আক্রান্ত হলে কি করব? যদি আমার প্রতি বর্ণবাদী মন্তব্য করা হয় তাহলেই কি করব? নেকি কখনই ব্যক্তির চেয়ে টেস্টিং কর্মকান্ডকে বড় করে দেখে না, সুতরাং তাদেরকে সর্বদাই নিজের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখতে বলে। টেস্টারবৃন্দ হয়রানির শিকার হলে তা শান্তভাবে নিতে বলা হয় এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে যত শীঘ্র সম্ভব সে স্থান ত্যাগ করতে বলা হয়। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয় কোন সংঘাত বা উত্তপ্ত বিতর্কে না জড়াতে। সর্বপোরি তাদেরকে পরিস্থিতি অনুসারে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেয়া হয়।

আর একটি সাধারণ উদ্বেগের বিষয় হল আদালতে সাক্ষ্য দেয়া। কারণ তাদের অনেকেরই আদালতে যাবার অভিজ্ঞতা নেই, ফলে অনেকে সেখানে যেতে ভয় পায়। বিশেষত তাদের কেউ যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য হয়। কারণ তারাা স্বভাবতই আইনের কাছ থেকে অসম আচরণ পেয়ে থাকে।

এতসব উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও অনেকেই টেস্টিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে চায় এবং আইন ও আদালত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশ ইতিবাচক উৎসাহ বোধ করে। সম্প্রতি ল' স্কুলের জনৈক শেষ বর্ষের ছাত্র টেস্টার হিসাবে NEKI তে শিক্ষানবিস হিসাবে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তা তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

টেস্টিং কার্যক্রম সম্পাদন

NEKI অভিযোগ পেলে সে অভিযোগের ভিত্তিতে টেস্টিং করা যাবে কিনা আমরা সে সিদ্ধান্ত নিই। অবশ্য বেশীর ভাগ অভিযোগই বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত হয় না। তবে যেগুলো বৈষম্যমূলক বলে মনে হয় (বছরে প্রায় ৩০টি) সেগুলোর বিষয়ে আমরা যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করি। এসব তথ্য ইতিবাচক বলে প্রমাণিত হয়। অত:পর আমরা স্থানীয় কতৃপক্ষ অথবা অভিযুক্ত কোম্পানী বরাবর চিঠি প্রেরণ করি। চিঠি প্রাপ্তির পর অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেবার আগেই আচরণ পরিবর্তনে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

টেস্টিংয়ের মাধ্যমে রুজুকৃত মামলার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ হাযির করা সম্ভব এ বিশ্বাসের পরেই কেবল টেস্টিং কার্যক্রম পরিচালনার পক্ষে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কাউকে চাকরি দেয়া হয়নি এমন ধরণের কেসে টেস্টিং তখনই কাজ করে যখন ঐ একই চাকরির জন্য আরও কয়েকজন প্রার্থীকে আমরা পাঠাতে পারি। এর ফলে তাদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তা আসল প্রার্থীর ক্ষেত্রেও করা হয়েছিল কিনা তা জানা সম্ভব হয়। আর এ ধরণের উপস্থিত সাক্ষ্য প্রমাণই মামলার জন্য কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়।

আমরা টেস্টিংয়ের সিদ্ধান্ত নেবার পর অতি দ্রুত টেস্টার সংগ্রহ করি ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি এবং যথাশীঘ্র সম্ভব টেস্টিংয়ের জন্য যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করি।

এরপর টেস্টারদেরকে নির্ধারিত স্থানে পাঠানো হয়। তারা টেস্টিংয়ের অব্যবহিত পরেই তাদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ সহ প্রশ্নমালা পূরণ করে। টেস্ট কোঅর্ডিনেটর সমস্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক আইনি পদক্ষেপ নেবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

টেস্টিং প্রক্রিয়া

- তথ্য সংগ্রহ এবং নির্দিষ্ট ঘটনার আলোকে টেস্টিংয়ের উপযোগিতা নির্ধারণ
- টেস্টারদের জুটি নির্বাচন (রোমা এবং নন্ রোমা)
- টেস্টারদের জন্য ঘটনা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- টেস্টারদের সাথে চুক্তি সাক্ষর
- টেস্টারদেরকে টেস্টিং স্থানে প্রেরণ
- টেস্টার কতৃক প্রশ্নমালা পূরণ
- টেস্টিং থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত মূল্যায়ন

উদাহরণ:
লাজোস বালোগ কেস

আজ অবধি কোন কেসের ক্ষেত্রেই এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত রায় হয়নি। তারপরও হাঙ্গেরীতে চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য নির্ণয়ে আমরা লাজোস বালোগ কেসটা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখতে পারি। উল্লেখ্য, হাঙ্গেরীর শ্রম আইনে যথেষ্ট পরিমানে বৈষম্য বিরোধী বিধিমালা থাকায় কেসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া এর আগে এ বিধিমালাগুলো কখনও তেমনভাবে প্রয়োগ করা হয়নি।

অভিযোগ

লাজোস বালোগ আর্থিক কষ্টের কারণে চাকরির সন্ধান করতে গিয়ে কলেজের পড়ালেখা চালাতে পারেননি। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেখে তিনি টেলিফোনে আবেদন করেন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী টি. কোম্পানী তাদের প্রচারপত্র বিতরণের জন্য লোক খুঁজছিল। টেলিফোন অপারেটর তাকে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের জন্য অফিসে আসতে বলে। সেখানে তাকে ব্যক্তিগত তথ্যনির্ভর একটি আবেদন পত্র পূরণ করতে বলা হয়। অত:পর আর কোন প্রশ্ন না করে দুদিন পর টেলিফোনে যোগাযোগ করতে বলা হয়। কিন্তু লাজোস বালোগ অফিসে গিয়ে দেখেন যে তার আবেদন পত্রে বড় অক্ষরে “জিপসি” শব্দ লেখা। এ বিষয়ে তিনি অভিযোগ করলে কোন সদুত্তর ছাড়াই তাকে আবার দুদিন পরে আসতে বলা হয়। অতপর তাকে বার বার ফোনে যোগাযোগ করতে বলা হলেও এক সময় তাকে বলা হয় যে কোন পদ খালি নেই।
মি: বালোগ তৎক্ষণাৎ নেকির সাথে যোগাযোগ করেন এবং অভিযোগ করেন একমাত্র রোমা জাতির সদস্য হওয়ায় তাকে এ চাকরি দেয়া হয়নি এবং এর সাথে তিনি জিপসি লেখা আবেদনপত্রও পেশ করেন। যে আবেদন পত্র তার অনুপস্থিতিতে তাকে ফেরৎ না দিয়ে ফেলে দেয়া হয়। এই বিশেষ কেস পাওয়ার পর আমরা টেস্টিংয়ের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করি।

টেস্টিং পদক্ষেপ
টেস্টার তৈরী

অত:পর টেস্ট কোঅর্ডিনেটর মূল ফরিয়াদির বৈশিষ্ট্য সম্বলিত দুই জোড়া টেস্টার নির্বাচন করেন। তাদের প্রত্যেকেই ছিল ছাত্র আর তাদের আয়েরও দরকার ছিল। টেস্টিংয়ে যাবার আগে কোঅর্ডিনেটর তাদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেন। টেস্টরদেরকে ফরিয়াদির যাবতীয় অভিযোগ শোনানো হয় এবং প্রশ্নমালার মাধ্যমে যাবতীয় পরামর্শ দেয়া হয়, যা তাদেরকে টেস্টিংয়ের পর পূরণ করতে হবে। তাদেরকে আদালতের সম্ভাব্য শুনানি সম্পর্কেও অবহিত করা হয়, যেখানে তাদেরকে সাক্ষ্য দিতে হতে পারে।

বিভিন্ন কেসের উপযোগী আমাদের রয়েছে একটি সাধারণ প্রশ্নমালা, যা প্রত্যেক সুনির্দিষ্ট কেসের ভিত্তিতে সংশোধন করা যেতে পারে। টেস্টারদের কি ধরণের প্রশ্ন বা বিষয়ের মুখোমুখী হতে হবে এবং আমরা কি ধরণের প্রশ্নের উত্তর জানতে বিশেষ আগ্রহী সে সম্পর্কে আগেই তাদের সুবিস্তারিত জানা দরকার।

টেস্টারদের অভিজ্ঞতা

১৯৯৯ সালের ২৯শে এপ্রিল যে দু'জন টেস্টার আবেদন করেন তাদের মূল ফরিয়াদির বৈশিষ্ট্যের সাথে বেশ মিল ছিল। ঐ বিশেষ ফার্মে তাদেরকে টেস্টিংয়ে পাঠানো হয়। সেখানে সাক্ষাতকারের জন্য প্রথমে রোমা টেস্টারকে ডাকা হয়। আধঘন্টা পর ডাকা হয় নন্ রোমাকে। দুজনকেই ফর্ম পূরণের পর ফোনে যোগাযোগ করতে বলা হয়। ক'দিন পর অন্য জুটিকে ডেকে পাঠানো হয়। চারজনই কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং দেখতে পান যে নন্ রোমা দুজন চাকরি পেলেও অন্য দুজনের ভাগ্যে রোমা হবার কারণে চাকরি জোটেনি।

নিয়োগপ্রাপ্ত টেস্টারবৃন্দ চুক্তিবদ্ধ হবার পর প্রচারপত্র বিতরণ শুরু করে। এদিকে এ বৈষম্যের কেসটাকে আরও সুনিশ্চিত করতে আমরা টেস্টারদেরকে কষ্টের অজুহাত দেখিয়ে লিফলেটগুলো ফেরত দিতে বলি। অত:পর ঐ দিনই অন্য একজন রোমা টেস্টারকে সেখানে পাঠাই। তাকেও একটি ফর্ম পূরণ করতে বলা হয় এবং পরে টেলিফোনে তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। এভাবে কোম্পানী ৪ রোমাকে কাজ দিতে অস্বীকৃতি জানায়, যে জন্য পেশাগত দক্ষতা বা উচ্চ শিক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না।

প্রশ্নমালা মূল্যায়ন এবং ফলো আপ

প্রত্যেক টেস্টের পর টেস্টারগণ ফিরে এসে বিস্তারিতভাবে তাদের অভিজ্ঞতাগুলো প্রশ্নমালার মাধ্যমে তুলে ধরে। NEKI প্রশ্নমালা সুক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখে যে বৈষম্যের পক্ষে যথেষ্ঠ সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে কিনা। যদি তা না পাওয়া যায় তবে আমরা ফরিয়াদিকে জানিয়ে দেই যে আমাদের পক্ষে এ কেস নিয়ে আর এগুনো সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সাক্ষ্য প্রমাণ থাকলে আমারা যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

লাজোস বালোগ কেসের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ পরিমান সাক্ষ্য প্রমাণ থাকায় মূল ফরিয়াদির পক্ষে NEKI হাঙ্গেরী শ্রম আইনের ধারা ৫ এর আওতায় মামলা দায়ের করে। এ কেসে প্রতীয়মান হয় যে বাদির মানবাধিকার দারুন ভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে এবং ৫ জন টেস্টারই কোম্পানীর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বৈষম্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারে। বাহ্যত এ কেসটাকে ততটা জটিল মনে না হলেও এ কেসে বৈষম্যের ব্যাপারে সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব ছিল না। উপরন্তু বাদির পক্ষে একজন আইনজীবী কাজ করলেও কোম্পানীর পক্ষে কোন আইনজীবী ছিল না। এতসব সাক্ষ্য প্রমাণ থাকার পরেও এ কেস বিচারের আওতায় পড়বে কিনা তা ঠিক করতেই আদলতের তিন বছর লেগে যায়। কেসের ঘটনার আলোকে মূল বিচার কাজ তখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। আর চুড়ান্ত রায় যে কবে নাগাদ দেয়া হবে তাই আমরা জানিনা। ফলে মামলার শেষ পরিণতি যে কি হবে তাও পূর্বানুমান করা ভীষণ কঠিন।

ফলাফল

আজ পর্যন্ত NEKI ১৫ বার টেস্টার পাঠিয়েছে। ৩ বার বিভিন্ন কারণে টেস্ট কার্যক্রম শেষ করা সম্ভব হয়নি। আর যে ১২টি টেস্ট শেষ করা গেছে তার ৫টির ক্ষেত্রে কোন সুনিশ্চিত সাক্ষ্য প্রমাণ হাযির করা যায়নি। বাকি ৭টির ক্ষেত্রে মামলা রুজুর পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং আস্থাশীল সাক্ষ্য প্রমাণ মিলেছে। এ ৭টির মধ্যে নেকি ৬টির পক্ষে বৈষম্যবিরোধী মামলা দায়ের করে। যার ৩টি আজও অমীমাংসিত রয়েছে।

যে ৩টি মামলার রায় পাওয়া গেছে তার দুটিতে জয়ী এবং ১টিতে আমরা পরাজিত হই। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে টেস্টারগণ আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং এ সাক্ষ্যকে বৈষম্যের প্রমাণ হিসাবে কোন প্রশ্ন বা বিতর্ক ছাড়াই গ্রহণ করা হয়। NEKI বিশ্বাস করে যে যাবতীয় তথ্য মামলা জয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। ৩য় কেসের ক্ষেত্রে বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণকে অবৈধ না বললেও মামলার পক্ষে তা যথেষ্ঠ নয় বলে অভিমত পোষণ করেন।

হাঙ্গেরীতে NEKI ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যে টেস্টিং কৌশল ব্যবহার করে থাকে। অন্যান্য আইনজীবী যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছেন তারাও NEKI র কাছে ঐ সব মামলা হস্তান্তরিত করেছেন, যেসব ক্ষেত্রে টেস্টিংয়ের মাধ্যমে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

আদালতের বাইরে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় টেস্টিংয়ের ব্যবহার

একটি বিশেষ কেসে বৈষম্যের প্রমাণ মিললেও NEKI আইনের আশ্রয় না নিয়ে বিবাদিকে আদালতের বাইরে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানে উৎসাহিত করে। আমরা বাদির অভিযোগ এবং টেস্টিং উপাত্ত সম্পর্কে বিবাদিকে অবহিত করি। বাদির আইনজীবিও আমাদের সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণের শক্তিকে অস্বীকার করতে পারেননি। NEKI ইতমধ্যেই এ ধরণের সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যবহার করে মামলায় জয়ী হয়েছে। পক্ষান্তরে বিবাদি আদালতকে পাশ কাটিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে NEKI এবং ফরিয়াদি উভয়ের অভিপ্রায় ছিল দ্রুত সমাধানের। আলোচনার মাধ্যমে আমরা তিন মাসের মধ্যে একটি সমাধানে পৌঁছাতে সক্ষম হই। অবশেষে বিবাদি প্রকাশ্যে দু:খপ্রকাশ করে, দোষী কর্মচারীদেরকে বরখাস্ত করে এবং ক্ষতিগ্রস্থকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, যা অন্যান্য কেসে আদালত ঘোষিত ক্ষতিপূরণের চাইতেও ৫ গুণ বেশী।

অতি সাম্প্রতি অভিযোগকারীগণ বুদাপেস্টের একটি ক্লাবে প্রবেশাধিকারের বিষয়ে অভিযোগ করে। এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ থাকায় টেস্টিংয়ের দরকার হয়নি। NEKI ক্লাবের মালিককে আলোচনায় বসতে বলে। এতে সে রাজি হলেও এ কেসের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অন্যদিকে NEKI এসব প্রশ্ন না তুলে এর সমাধানের প্রতি গুরুত্ব দেয়। অবশেষে এ ক্ষেত্রে আলোচনার সুযোগ নষ্ট হওয়ায় তা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। NEKI বিশ্বাস করে টেস্টিংয়ে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ মামলা করার চাইতে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছানোর জন্যই বেশী কার্যকর ।

মামলা মোকদ্দমায় এ কৌশলের প্রয়োগ: গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়

আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, কোন সংস্থা তার সময়, সম্পদ এবং আইনি দক্ষতা নিয়ে এগিয়ে না এলে হাঙ্গেরীতে বৈষম্য সংক্রান্ত মামলা চালানো বেশ কষ্টসাধ্য। এ থেকেই বোঝা যায় হাঙ্গেরীতে বৈষম্য সংক্রান্ত আইন কতটা ফলপ্রসূ বা তা কতটুকুইবা মানবাধিকার লঙ্ঘণে ক্ষতিগ্রস্থদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। আপনি যদি আপনাদের দেশে একই অবস্থার মুখোমুখী হন যেখানে বৈষম্য বিদ্যমান বা যেখানে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি আদালতে তা প্রমাণ করতে পারে না, তবে আপনি এ কৌশল প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। আশা করি আমরা যে প্রচেষ্টার কথা বলেছি তা টেস্টার নির্বাচন, প্রশিক্ষণ এবং তাদের কাজে লাগানোর জন্য খুবই উপযোগী বলে প্রমাণিত হবে। আমরা আপনাদের কিছু অতিরিক্ত প্রশ্নের অবতারণা করার পরামর্শও দিচ্ছি।

বৈষম্য সংক্রান্ত আইন: আইনি কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য টেস্টিং নীতিমালা এবং একটি দেশের বৈষম্য সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। আইনি অবকাঠামো যাই হোক না কেন বৈষম্য সংক্রান্ত কোন মামলার ক্ষেত্রে এটা প্রমাণ করা জরুরী যে এ ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না বরং তা ছিল পদ্ধতিগত বৈষম্য সংক্রান্ত অনেক ঘটনার ধারাবাহিকতা এবং তা নির্ণয়ে টেস্টিং পদ্ধতি শক্তিশালী পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

সম্পদ: টেস্টিং পদ্ধতি খুবই সময় এবং ব্যয় সাপেক্ষ্য। এর জন্য প্রয়োজন সুসজ্জিত অফিস, সু-প্রশিক্ষিত কোঅর্ডিনেটর এবং প্রশিক্ষিত টেস্টার। আরও কার্যকর এবং ভাল ফল পেতে হলে আদালতে বৈষম্য সংক্রান্ত মামলা উপস্থাপনায় দরকার সুদক্ষ আইনজীবীদের সহযোগিতা ।

কে বিবাদি হবেন: টেস্টিং করতে গিয়ে বাদি এবং টেস্টার উভয়ই আক্রান্ত হতে পারে। টেস্টারগণ অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার হলেও তাদের ব্যপারটা মূল অভিযোগকারী থেকে আলাদা। টেস্টারদের মূলত কোন চাকরির দরকার নেই, কারণ তারা ইতমধ্যেই NEKI কতৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। আবার বিবাদির মত তাদেরকে মামলায় জড়ানোও সম্ভব নয়। NEKI কেবল মূল অভিযোগকারীর পক্ষেই মামলা রুজু সহ টেস্টারদের সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে পেশ করে।

পাবলিক এ্যাকোমোডেশান সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আবার অন্যরকম। এক্ষেত্রে NEKI মূল অভিযোগকারী এবং টেস্টারদের পক্ষে কোন কোন ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করেছে। সম্প্রতি একটি কেসে রোমা টেস্টারবৃন্দ NEKI র কাছে মামলায় বিবাদি হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কারণ কেবল রোমা হবার কারণে তাদেরকে ঐসব স্থানে প্রবেশ করতে না দেয়ায় তারা ছিল বিক্ষুব্ধ। এটা তাদের জন্য ছিল অপমানজনক এক অভিজ্ঞতা।

কেসের ধরণ: আমরা চাকরি, গৃহায়ন এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থান সংক্রান্ত কেসের ক্ষেত্রে টেস্টিং পদ্ধতি প্রয়োগে ইতিবাচক ফল পেয়েছি। আদালত টেস্টার কতৃক সাক্ষি দেয়াকে গ্রহণযোগ্য মনে করায় এটাই প্রমাণিত হয় যে টেস্টিং পদ্ধতিকে আজ বৈষম্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আইনগত ভাবে বৈধ মনে করা হচ্ছে।

ক্ষতিগ্রস্থের শ্রেণী বিভাগ: NEKI মূলত রোমা জাতিসত্তার বিরুদ্ধে বৈষম্য সংক্রান্ত মামলা গুলো নিয়ে কাজ করে। এছাড়াও লিঙ্গ, বয়স, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম এবং রাজনৈতিক মতামতের ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য দেখা যায়। জাতিগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে টেস্টিং কার্যকর হলে এসব ক্ষেত্রেও তা হবে বৈকি। হাঙ্গেরীতে টেস্টিং ফলাফল এবং এ সংক্রান্ত আইনি কার্যক্রম গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পাওয়ায় এ পদ্ধতি প্রয়োগে অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থাও উৎসাহি হয়ে উঠবে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে টেস্টিং কৌশলের ব্যবহার

টেস্টিং কৌশল গণশিক্ষা বা লবি সংক্রান্ত কর্মকান্ডের জন্যও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হতে পারে। বর্তমানে হাংঙ্গেরী কার্যকর বৈষম্য-বিরোধী আইন প্রণয়নের কথা ভাবছে এবং এনজিওদেরকে এ সম্পর্কে তাদের আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পেশ করতে বলেছে। NEKI-র মতে টেস্টিং পদ্ধতি মূলত হাঙ্গেরীতে বিদ্যমান বৈষম্য-বিরোধী দুর্বল আইনকে নাড়া দিয়েছে। NEKI টেস্টিং কর্মকান্ড থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন কেসের পরিসংখ্যান তার বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে মামলার শেষের দিকে NEKI গণমাধ্যমে টেস্টিং থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে।

আমরা আমাদের টেস্টিং কর্মকান্ড থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমরা নিশ্চিত যে, হাঙ্গেরীর বহু স্থানে বৈষম্যমূলক ঘটনা ঘটে চলেছে। এসব ঘটনার তুলনায় খুব কমই NEKI র সাহায্য চাওয়া হয়।

NEKI টেস্টিং কৌশল যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে:

- জাতিয়তা, বর্ণ, লিঙ্গ বা পঙ্গুত্বের ভিত্তিতে কোন শিল্প বা কোম্পানী বৈষম্যমূলক আচরণ করছে কিনা তা নির্ণয়ে টেস্টিং কৌশল কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। টেস্টিং ফলাফল পরবর্তীতে মামলা রুজুতে বা গণশিক্ষার মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনায় ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণকে নির্ণয় করতেও টেস্টিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- টেস্টিং কৌশল বড় বড় সংস্থার বৈষম্যমূলক নীতি নির্ণয়ে এবং তাদেরকে এ থেকে বিরত থাকার জন্য চাপ প্রয়োগে ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন বিশেষ স্থানে হাঁটা বা গাড়ী চালানোর ক্ষেত্রে জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক বৈষম্য বা হয়রানি করা হয়ে থাকলে তাও পর পর কতকগুলো টেস্টিংয়ের মাধ্যমে নির্ণয় করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই এ কৌশলকে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ করা দরকার, যা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে।

উপসংহার

হাঙ্গেরীর অবস্থা অভূতপূর্ব কিছু নয়। বিশ্বের প্রায় সব সমাজে নানা রূপে বৈষম্য বিদ্যমান। আজ অধিকাংশ দেশেই মানবাধিকার লঙ্ঘণ প্রতিরোধে আইনি অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। তারপরও ক্ষতিগ্রস্থের রক্ষার্থে বৈষম্য বিরোধী আইন এখনও তেমন পর্যাপ্ত পরিমানে রচিত হয়নি। আবার যেখানে এ ধরণের আইন রয়েছে সেখানে আবার তা তেমনভাবে প্রয়োগের সুযোগ নেই। অধিকন্তু বৈষম্য প্রমাণে বড় বেশী সাক্ষ্য প্রমাণ হাযিরের দরকার হয় যা যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমরা বিশ্বাস করি যে টেস্টিং পদ্ধতি এ চ্যালেঞ্জ পূরণে ছোট্ট হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর ব্যাপক ব্যবহার বৈষম্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরে উৎসাহিত করবে বৈকি। এ মামলাগুলো এবং টেস্টিং ফলাফল বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। পরিণামে যা আমাদেরকে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে উদ্বুদ্ধ করবে। এ কৌশল হাঙ্গেরীতে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। আশা করি আপনাদের কাছেও তা উপকারী বলে প্রমাণিত হবে।